প্রেস বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১৩/১২/২০২১

কর্মজীবী নারী কতৃক নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভা

"অভিবাসী নারীশ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সংগঠিত হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই"

কর্মজীবী নারী, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন এবং ওয়্যারবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে এবং এপিডব্লিউএলডি এর সহযোগীতায় ও ট্রেড ইউনিয়ন-সিভিল সোসাইটি প্লাটফর্ম ফর মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর অধীনে আজ ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সোমবার সকাল ১১টায়, ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলোনায়তনে নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

কর্মজীবী নারী'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শিরীন আখতার এমপি'র সভাপতিত্বে এবং ওয়্যারবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পরিচালক জাসিয়া খাতুন এর সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সানজিদা সুলতানা, কর্মজীবী নারীর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, মাহমুদা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন এবং সৈয়দ সাইফুল হক, চেয়ারম্যান, ওয়্যারবী ডেভেপমেন্ট ফাউন্ডেশন।

কর্মজীবী নারী অভিবাসী নারীশ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ শীর্ষক একটি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সকলের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। তিন জন নারী অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. নাশিদ রেজওয়ানা মনির, ডেপুটি সেক্রেটারি (গবেষণা এবং পাবলিকেশন), প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, আহসান আদেলুর রহমান, এমপি, সদস্য, বাংলাদেশ'স ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট'স ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসরাত শামীম, প্রেসিডেন্ট সিডব্লিউএস; মুর্শিদা আক্তার নাহার, জেনারেল সেক্রেটারি, এনডিডব্লিউডব্লিউইউ; চায়না রহমান, ফেডারেশন অব গার্মেন্ট ওয়ার্কারস এবং মেম্বার অব টিসিপিএমডি (ট্রেড ইউনিয়ন-সিভিল সোসাইটি প্লাটফর্ম ফর মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট); আবুল হোসেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, এডভাইসর টিসিপিএমডি; রায়হান ইসলাম, এ্যডিশনাল ডিরেক্টর, বিএমইটি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নারী ও নারী অধিকার বিষয়ক সংগঠনের সংগঠকগণ, জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের নের্তৃবৃন্দ ও অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত নারীশ্রমিকগণ।

মত বিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে শিরিন আখতার, এমপি বলেন, সংগঠন এবং ঐক্য ছাড়া আর কোন পথ নেই। যারা অভিবাসী হচ্ছেন তাদেরকে যদি সংগঠনের আওতায় আনা যায় তাহলে অভিবাসী হিসেবে তারা যেসব সমস্যায় পড়ে তার কিছুটা হলেও সমাধান হবে। তবে এজন্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাই পারে একটি শক্তিশালী সংগঠন করে তুলতে এবং এর মাধ্যমে নারীশ্রমিকদেও সমস্যা কিছুটা হলেও দূর করতে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আহসান আদেলুর রহমান, এমপি বলেন, মাইগ্রেশন সেক্টরে বাজেট খুব কম, তিনি সরকারের কাছে বাজেট বাড়ানোর সুপারিশ প্রদান করবেন। তিনি আরও বলেন যে সকল দেশগুলো ডেসটিনেশন দেশগুলোর সাথে এমওইউ করে সেসব দেশের মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের আমদের দেশের শ্রমিকদের মতো এত সমস্যা হয় না। তিনি জানান এই বিষয়েও তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করবেন। ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি. বলেন, আমরা বাংলাদেশের নারীশ্রমিকদের স্বীকৃতি দিতে চাই

না, আর সেই নারী যখন একা বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তখন সে খুব ভালনারেবল। এর জন্য শক্ত আইন লাগবে। মন্ত্রণালয়ে হিউম্যান রিসোস খুব কম, দেখা যায় ৫ লক্ষ অভিবাসী প্রত্যাশীর জন্য মাত্র একজন সরকারি কমকর্তা। তিনি আরও বলেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমাদেরকেই এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কাউকে বিদেশে পাঠাবো না। ড. নাশিদ রেজওয়ানা মনির বক্তব্যে বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে কেয়ার গিভিং খাত বাংলাদেশের নারী অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে তৈরি হয়েছে এবং ইতোমধ্যে জাপানে কেয়ার গিভার হিসেবে নারীশ্রমিক পাঠানো হয়েছে।

আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে ইসরাত শামীম, প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর উইম্যান এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ বলেন, অভিবাসী নারীদের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এ্যাকশন রিসার্চ জরুরি। তিনি আরও বলেন, কোন নারীশ্রমিকের মরদেহ দেশে ফেরা মাত্র ময়নাতদন্ত করে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে অপমৃত্যু ঘটলে হাইকমিশনের মাধ্যমে গন্তব্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তিনি নারীশ্রমিকদের স্মার্ট টেকনোলজি প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। রায়হান ইসলাম বলেন, নারীশ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেগুলো সফল হলে এই নারীশ্রমিকরা আরোও বেশি উপকৃত হবে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বক্তব্যে বলেন, গৃহকর্মীরা শিক্ষিত না হওয়ায় চুক্তিপত্র তাদের পড়িয়ে দিতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বিদেশ যাবার আগে ভাষা, দক্ষতা ও জীবন- যাপনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সারা পৃথিবী ব্যাপী নারীশ্রমিকরা কাজ করছেন তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে।

মত বিনিময় সভায় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো:

- অভিবাসন প্রত্যাশী নারীদের জন্য গন্তব্য দেশ অনুযায়ী যুগোপযোগী তিনমাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নারীর অভিবাসন নিরাপদ করতে বিদেশ যাবার তার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা। অভিবাসী নারীর সাথে যেন অবশ্যই ফোন থাকে এবং সরকারিভাবে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়।
- চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ঠেকাতে নারীরা যেন ভিসা অনুমোদনের পর পরই সরকারি ঋণ সুবিধা পায়।
- নারীর অভিবাসন নিরাপদ করতে ও বৈধ অভিবাসনের জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে অভিবাসন সেল গঠন করা। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পাসপোর্ট অফিস থাকা।
- দালালের প্রভাব কমাতে থানা পর্যায়ে এজেন্সির শাখা থাকা
- একেকটি সেবা পেতে একেক যায়গায় যাবার অসুবিধা দূর করতে সরকারিভাবে একটি সমন্বিত সংস্থা থাকা, যেখানে এক সাথে সব সুবিধা পাওয়া যাবে।
- বিদেশে অভিবাসীদের নিয়ে সরকারিভাবে মত বিনিময় সভা করা।
- শ্রম শোষণ বন্ধে বিদেশে নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা ও ছুটির ব্যবস্থা করা।
- নির্যাতন বন্ধে গন্তব্য দেশের সাথে সমন্বয় করে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- দেশে ফেরার পর অভিবাসী নারীর জন্য মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে পারে।
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা রোধে বিদেশ ফেরত অভিবাসী নারীদের কমিউনিটি তৈরি করা।
- অভিবাসী নারীকে সমাজে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনা বৃদ্ধি করা।

বার্তা প্রেরক,

ইসরাত জাহান পপি,
প্রোগ্রাম অফিসার, কর্মজীবী নারী
যোগাযোগ: ০১৭৮০৩৭৪৪১২